দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 22 JUN 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...
007

শিক্ষক বেনিফিটের ৪ লক্ষ টাকা আত্মসাত

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

শিক্ষক বেনিফিটের সাড়ে ৪ লক্ষাধিক টাকা জালিয়াতির একটি ঘটনা উদঘাটিত হইয়াছে। সূত্রাপুর থানা এলাকার শিক্ষক বেনিফিট বিতরণকারী অগ্রণী ব্যাংকের রায় সাহেব বাজার শাখার মাধ্যমে ঢাকা কটন মিল হাইস্কুলের নামে ভুয়া একাউন্ট খুলিয়া একটি সংঘবদ্ধ দল ইতি-মধ্যে পৌনে ৪ লক্ষ টাকা আত্মস্যাৎ করিয়াছে। উল্লিখিত ভুয়া একাউন্টে আরও ৮০ হাজার টাকা জমা রহিয়াছে।

এ ব্যাপারে জানা যায়, বিটিএমসি'র অধীনস্থ ঢাকা কটন মিল হাইস্কুলের শিক্ষকরা জাতীয় বেতন স্কেলের আওতা-ভুক্ত হওয়ায় ১৯৮২ সালের মে মাসে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাহাদের বেসরকারী শিক্ষক বেনিফিটের টাকা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। (১৪শ পৃঃ দ্রঃ)

আত্মসাত

(১-এর পাতার পর)

এদিকে ঢাকা কটন মিল হাই-স্কুলের শিক্ষকরা পুনরায় বেসর-কারী শিক্ষক-বেনিফিট পাওয়ার আশায় বিভিন্ন মহলে চেষ্টা-তদ-বির চালাইতে থাকে। এমনকি, অগ্রণী ব্যাংকের রায় সাহেব বাজার শাখায় ৫০ টাকা দিয়া একটি সেভিংস একাউন্টও খোলা হয়। তবে তাহাদের বেনিফিট লাভের প্রচেষ্টা সফল হয় নাই।

৮২ সালের মে মাসের পর হইতে ঢাকা কটন মিল হাই-স্কুলের শিক্ষকরা বেসরকারী শিক্ষক অনুদান পায় নাই। অথচ অগ্রণী ব্যাংকের রায়ের বাজার শাখা হইতে উল্লিখিত স্কুলের শিক্ষকদের নামে অনুদানের টাকা দেওয়া হইয়াছে। এই ঘটনার সূত্র ধরিয়া তথ্যানুসন্ধান চালাইলে শিক্ষা পরিদপ্তর হইতে জানান হয় যে, ঢাকা কটন মিল স্কুলের শিক্ষকদের অনুদানের টাকা দেওয়া হয় নাই। অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে খোঁজ নিয়া জানা যায় যে, শিক্ষা পরিদপ্তর হইতে প্রাপ্ত স্বাভাবিক নির্দেশের বলেই ঢাকা কটন মিল হাইস্কুলের শিক্ষকদের অনুদানের টাকা দেওয়া হইয়াছে।

শরীয়তউল্লাহ—সভাপতি এবং মোঃ মুজিবর রহমান—প্রধান শিক্ষক ভুয়া নাম দিয়া ঢাকা কটন মিল হাইস্কুলের নামে অগ্রণী ব্যাংকের রায়ের বাজার শাখায় ১৮/৬/৮৪ তারিখে একটি কারেন্ট একাউন্ট (১১৮৪) খোলা হয়।

প্রকাশ, ঢাকা কটন মিল হাই-স্কুলের শিক্ষকদের নামে অনু-দানের টাকা প্রদান করার জন্য অগ্রণী ব্যাঙ্কের ঢাকা কেন্দ্রীয় অঞ্চল মতিঝিল অফিস হইতে সময়ে সময়ে রায় সাহেব বাজার শাখায় নির্দেশ আসিতে থাকে, ব্যাংক হইতে যথারীতি উপরো-ল্লিখিত কারেন্ট একাউন্টে টাকা জমা করা হয় এবং চেকের মাধ্যমে টাকা তুলিয়া নিয়া যাওয়া হয়। প্রকাশ, ৮৪ সালের জুন হইতে '৮৬ সালের জুন পর্যন্ত ৮ দফায় মোট ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা উল্লিখিত ভুয়া একাউন্টের মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়। পরবর্তীতে এই একাউন্টে আরও ৮০ হাজার টাকা জমা হয়। তবে সংঘবদ্ধ দলটির মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়া মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়ায় উল্লিখিত ৮০ হাজার টাকা আর তোলা হয় নাই। বিষয়টি ইহার পর চাপা পড়িয়া যায়।

ঢাকা কটন মিল হাইস্কুলের শিক্ষকদের সহিত যোগাযোগ করা হইলে তাহারা অনুদানের কোন টাকা পান নাই বলিয়া জানান। অগ্রণী ব্যাংকের রায় সাহেব বাজার শাখার ম্যানে-জারের সহিত যোগাযোগ করা হইলে বলা হয় যে, ঢাকা কটন মিল হাইস্কুলের শিক্ষকদের বেনি-ফিট সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র হেড অফিসে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।